প্রতিদিন ঘরহীন ঘর

জসিম মল্লিক

১.

আমার সুবিধা হচ্ছে কেউ আমাকে লক্ষ্য করে না। আমি যখন রাস্তা দিয়ে যাই তখন অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি কেউ আমাকে লক্ষ্য করে কিনা। এটা একটা খেলার মতো। না। কেউতো আমাকে লক্ষ্য করে না! অন্যদের দেখি চলার সময় তারা কেমন কল বল করে! সবাই তাদের লক্ষ্য করে। আস পাশ মুখর হয়ে উঠে তাদের কলকাকলিতে। চায়ের টেবিলে তুফান তুলতে পারে কেউ কেউ। নিজেকে অসাধারন দক্ষতায় উপস্থাপন করতে পারে। কিন্তু আমার ওরকম কিছু হয় নাতো! আমি আমার পায়ের শব্দও শুনতে পাই না। কন্ঠ হারিয়ে যায় অন্যের কন্ঠের ডামাডোলে।

নারীর চলার ছন্দ, গ্রীবা ভঙ্গি, শরীরি ভাষা সবকিছুতেই এক আশ্চর্য্য মোহময়তা ভর করে আমার মধ্যে। আবেশ জাগানিয়া অনুভূতি তৈরী হয়। আমি বিমোহিত হই, বিমুগ্ধ বিস্ময় জাগে। প্রকৃতির রুপময়তার মতোই নারীর আবির্ভাবে আলোকিত হয়ে উঠে চারপাশ। তার স্পর্শ, তার শ্বাসের শব্দ, তার ঘাম, আশ্লেষ সবকিছুই আশ্চর্য্য ব্যঞ্জনায় ভরা। মনে মনে ভাবি, আহা জনম জনম ধরে নারী চলতে থাকুক তার পথ ধরে। অন্তহীন সে চলার পথে ছড়িয়ে দিয়ে যাক তার যত সুরভী। আমিতো দেখি তারে পথের পাশে। অথবা যদি কোনো পুরুষ তার আগমন বার্তা ছড়িয়ে মুখর করে তুলতে পারে চারপাশ, ক্ষতিতো কিছু নেই। নাইবা আমাকে লক্ষ্য করলো কেউ! এটাই আমাকে নিভৃত চলার প্রেরনা যোগায়।

আজকাল প্রতিনিয়ত আমার চারধারে একটা বলয় তৈরী হচ্ছে। একটা মাকরশার জালের মধ্যে ক্রমাগত আটকা পড়ছি। যেনো শামুকের খোলশের মধ্যে বন্দী আমি। নিজেকে নিয়ে আমার একটা ব্যাখ্যা আছে। আপাত শান্ত এই মনের মধ্যে একটা অস্থির মন আছে, যেটা ঘুরে ফেরে 'মন' আবিষ্কারের নেশায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারো মনের তল পাওয়া সত্যিই কঠিন হয়ে উঠে। আমি নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাই। এই কাজটা আমি বেশ ভালো পারি। তারপর নিজেই আমি ক্রমাগত অচেনা হতে থাকি নিজের কাছে। এভাবেই বেঁচে থাকা এক জীবন। সম্ভাবনাহীন এগিয়ে চলা! নাকি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া! আমি মানুষ দেখি। কত সম্ভবনা, কত স্বপ্ন, কত আশ্বাস আর বিশ্বাস নিয়ে বাঁচে সবাই। প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে ঘুরে মরে।

২.

এই পৃথিবীতে যে মানুষ হয়ে জন্মেছি, ব্যপারটা বেশ কৌতুহল উদ্দীপক। না জন্মালেও পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয় না। জন্মের রহস্য কী! নিরন্তর কষ্টভোগের জন্য, নাকি আনন্দলাভের জন্য! জীবন এক

অসীম রহস্যময়তায় ভরা। আনন্দ বেদনার অনুভূতিগুলোও, যা আমাকে মাঝে মাঝে অবিভূত করে দেয়। নিজেকে নিয়ে আমার অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব। ভাবনার তেপান্তর থেকে কিছুতেই সুনির্দিষ্ট গন্তব্য স্থির করা সম্ভব হয় না। আশৈশব এটা আমার মধ্যে ছিল। এই যে আমি পৃথিবীর রুপ রস, গন্ধ, আলো বাতাস অনুভব করতে পারছি এটা একটা দারুন ব্যাপার। পৃথিবীর মানুষের কাছে শুধু ভালোবাসা চেয়ে চেয়ে জীবনে অনেকখানি সময় পার করলাম। সব সময় এরকমই ছিলাম আমি। ছোক ছোক করতাম ভালোবাসার জন্য। কাঙ্গালপনা একই বলে। পেয়েছি যত হারিয়েছি তত।

শৈশবের জীবনটা ছিল স্বপ্নে ভরা। একা একা স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন শেয়ার করতাম না কারো সাথে। এখনও করি না। একা একা চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমার সাথে কারো তেমন মেলে না। তবে আমি কষ্ট করে চালিয়ে নেই। মানিয়ে নেয়াই জীবন। আমার তেমন কোনো অভিযোগ নেই। থাকলেও তা আমি প্রকাশ করি না। আমার কষ্ট, আমার আনন্দ শেয়ার করার মতো কাউকে আমি খুঁজিনি। বা কখনও কখনও পেয়েও হারাই!

যেহেতু আমি বস্তুগত কিছু নিয়ে ভাবিনা তাই আমার সহযাত্রী তেমন নেই। তাতে আমার কিছু খরাপ লাগে নাতো! আবার কখনও কখনও আমি সহযাত্রী পেয়ে যাই। যারা আমাকে উষ্ণ সান্নিধ্য দিয়েছে, প্রতিশ্রু "তির কথা শুনিয়েছে, তারাই আবার কোনো এক রহস্যময় কারণে দূরের হয়ে গেছে! এসব নিয়ে ভাবলে বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে পড়ি আমি। আমার নিঃসঙ্গতা আশৈশব। আজও। আমার চারিদিকে যা কিছু দেখি তা কিছুই আমার মনে হয় না।

শৈশবে যখন আমি একা একা থাকতাম তখন অদ্ভুত সব স্বপ্ন আসতো মনে। সেইসব স্বপ্ন পূরনের কোনো সম্ভবনা আমি দেখতাম না। ভাবতাম এরকমই আমার জীবন পার হবে। জীবন তার প্রতি বাঁকে বাঁকে রুপ বদলায়। আমি ভাবতাম আমার জীবন কী এরকমই! এমন না যে আমার জীবনের কোনো লক্ষ্য ছিল। আজও নাই। তারপরও আমি কোথা থেকে কোথায় ঘুরে মরছি। কত সাগর মাহাসাগর পারি দিয়েছি। আমি নিজেকে কোথাও প্রতিস্থাপন করতে পারিনি। নির্জনতার কাছেও না, কোলহলের কাছেও না , ভালোবাসার কাছেও না। জানি কেউই শেষ পর্যন্ত আমার হবে না। এটা আমি জীবনে বুঝে গিয়েছি। অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত মানুষের কিছুই থাকে না। কিচ্ছুনা। কবির ভাষায় বলতে হয়, আমি এখন কিছুতে নেই, কিচ্ছুতে নেই।

৩.

প্রতিদনই কিছু না কিছু ঘটছে জীবনে। নিশুত রাতে আমি যখন নির্জন রাস্তা ধরে গাড়ি চালাই বা কোনো নির্জন দুপুরে একা একা হেঁটে যাই বা কোনো গ্রামীন জনপদে চলে যাই বা বড় বড় কসমোপলিটন শহর যেমন ঢাকা, প্যারিস, রোম, টোকিও, নিউইয়র্ক অথবা লন্ডনের রাস্তায় হাঁটি, কোনো মাহাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে ঢেউ গুনতে গুনতে আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি! আমার কী কেউ আছে! কিছু কী আছে আমার! তখন আমি এক অসীম শূন্যতায় তলিয়ে যাই। মাথাটা ভোম্বল দশা হয়।

জাগতিক কোনো কিছু তখন আমাকে স্পর্শ করে না। কল্পনার জগতটাকে প্রলম্বিত করতে করতে টেনে নিয়ে যাই অনেকদূর। আর স্মৃতিগুলোকে টেনে নিয়ে আসি চোখের সামনে। সেখানে শুধু হারানোই আছে। ফিরে পওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখিনা যা কিছু হারিয়েছি আমি।

সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে এক বিমুগ্ধ বিকেলে সে বলেছিল, কোথায় হারাও! এই আমাকে দেখো। আমি সাগরের মতই উদাস করতে পারি! আমাকে দেখো! আসলে আমি নিজের কাছ থেকেই হারিয়ে যাই। মনে হয় সবই কল্পনা! বাস্তবে কেউ নেই, কখনও ছিলও না। কল্পনাকে অনেকদূর ছড়িয়ে দিতে ভালোবাসি আমি। নানারুপে আসে কল্পনার মানুষগুলো। কখনও সুনীল কোনো ঘরে, কখনও ঠান্ডা গাড়ির নরম সীটে , কখনও হাতে হাত, চোখে চোখ। ভাষাহীন ভাষারা আকুলি বিকুলি করে নিজেদের বোঝার জন্য। বোঝে কি!

২৮ জুন ২০১০

jasim.mallik@gmail.com

Toronto